বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন

বিসিআইসি ভবন, ৩০-৩১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা

বিষয়: **বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়ের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এর তৃতীয় কোয়ার্টারের সভার কার্যবিবরণী।**

সভার সভাপতি : জনাব মোঃ এহছানে এলাহী, চেয়ারম্যান, বিসিআইসি ও আহবায়ক, নৈতিকতা কমিটি, বিসিআইসি;
সভার তারিখ ও সময় : ২৩-০৩-২০২১ খ্রিস্টাব্দ, বিকাল ০৪.০০ ঘটিকা;
সভার স্থান : বিসিআইসি কনফারেন্স রুম (৫ম তলা)।

সভার শুরুতে চেয়ারম্যান মহোদয় সংস্থার নৈতিকতা কমিটির সদস্যদের সাথে পরিচয় পর্ব শেষে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সংস্থার শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট ও মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) নৈতিকতা কমিটির পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান মহোদয়কে অভিবাদন জানান। অত:পর সভাপতি মহোদয় জানুয়ারী-মার্চ-২০২১ মেয়াদের তৃতীয় কোয়াটারের কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নকল্পে আলোচ্যসূচী সভায় উপস্থাপনের জন্য শুদ্ধাচর ফোকাল পয়েন্ট মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) কে নির্দেশ প্রদান করেন। সভায় নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/শাখা
০১.	বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ	সভার সূচনায় গত ২০-১২-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বিসিআইসি নৈতিকতা কমিটির ২০২০-২০২১ মেয়াদের ২য় কোয়ার্টারের সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয়। এতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা' নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। **সিদ্ধান্ত:** গত ২০-১২-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বিসিআইসি নৈতিকতা কমিটির ২০২০-২০২১ মেয়াদের ২য় কোয়ার্টারের সভার কার্যবিবরণী পাঠান্তে নিশ্চিত করা হল।	
০২	সার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন	সংস্থার বিপণন বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত " বিসিআইসি সার পরিবহন, বিতরণ, গ্রহণ ও মজুদ নীতিমালা ২০২১ " এর খসড়া সভায় উপস্থাপন করা হয়। নৈতিকতা কমিটির অন্যতম সদস্য সংস্থার পরিচালক (বাণিজ্যিক) এ প্রসংগে উল্লেখ করেন যে, সার ব্যবস্থাপনা সংস্থার প্রধান এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিক কাজ। তাই এসংক্রান্ত নীতিমালার খসড়া প্রণয়নে বহু পাক্ষিক আলোচনা ও পর্যালোচনা প্রয়োজন। সভায় সকল সদস্য এই বিষয়ে একমত পোষণ করায় বর্ণিত সার ব্যবস্থাপনা নীতিমালার খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত আকারে কমিটির গঠণের প্রস্তাব করা হয়: ১। জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম, উর্দ্ধতন মহাব্যবস্থাপক (উৎপাদন)- আহবায়ক ২। জনাব মোঃ মঞ্জুর রেজা, মহাব্যবস্থাপক (বিপণন)- সদস্য ৩। জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (ক্রয়)- সদস্য ৪। জনাব মোঃ সোহেল আহমেদ, মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা)- সদস্য ৫। জনাব মোঃ আহসান কুদ্দুস কুন্তল, মহাব্যবস্থাপক (আইন) – সদস্য ৬। জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, উপ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ)- সদস্য ৭। জনাব কে, এম মকসুদ আলম, উপ-মহাব্যবস্থাপক (বিপণন) সদস্য সচিব। কমিটি আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে " বিসিআইসি সার পরিবহন, বিতরণ, গ্রহণ ও মজুদ নীতিমালা ২০২১" চূড়ান্ত করত: সংস্থার চেয়ারম্যান বরাবর দাখিল করবে। পরবর্তীতে বোর্ড এর অনুমোদনক্রমে উক্ত নীতিমালা কার্যকর করা হবে মর্মে সভায় একমত পোষণপূর্বক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। **সিদ্ধান্ত:** আলোচ্যসূচী অনুযায়ী "বিসিআইসি সার পরিবহন, বিতরণ, গ্রহণ ও মজুদ নীতিমালা ২০২১" প্রণয়নের প্রস্তাবিত কমিটি গঠণের বিষয়ে কর্মচারী বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	**বাস্তবায়নে:** **কর্মচরী প্রধান ও মহাব্যবস্থাপক (বিপণন)**

চলমান পাতা-২

০৩	সংশোধীত ক্রয় পরিকল্পনা নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটে প্রকাশকরণ:	সংস্থার ২০২০-২১ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছিল। সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা গত ১০-০৩-২০২১ তারিখের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এই কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। একইভাবে শুদ্ধাচার কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি সূচকসহ অন্যান্য কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। **সিদ্ধান্ত:** শুদ্ধাচার কর্ম পরিকল্পনাসহ সংস্থার সকল কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হলো।	**বাস্তবায়নে: শুদ্ধাচার কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগন।**
০৪.	কোভিড-১৯ মোকাবেলায় টিকা নেয়া প্রসঙ্গে-	কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করে সম্প্রতি করোনা ভ্যাকসিন প্রদানের ব্যাপারে সরকারিভাবে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে এর সংক্রমণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এব্যাপারে সরকারের বহুমুখী উদ্যোগ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে পরিচালক (উৎপাদন ও গবেষণা) এর নেতৃত্বে ১০ সদস্যের টিম প্রতি সপ্তাহে বৈঠকে মিলিত হয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে নিয়মিত প্রয়োজনীয় পরামর্শ/দিক নির্দেশনা প্রদান করছে। সংস্থাধীন কারখানা/প্রতিষ্ঠানে অনুরূপ স্বাস্থ্য সুরক্ষা কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। চলতি মাসের শেষের দিকে স্কুল/কলেজ খোলার সম্ভবনা রয়েছে। সম্প্রতি করোনার প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাওয়ায় সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং কোভিড থেকে সকলকে সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্যবিধি যথাযথ প্রতিপালন এবং সংস্থা ও সংস্থাধীন কারখানা/প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল স্তরের জনবলকে সুরক্ষার জন্য স্ব-স্ব ব্যবস্থাপনায়/উদ্যোগে টিকা নেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। অত:পর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। **সিদ্ধান্ত:** স্বাস্থ্য বিধি যথাযথ অনুসরণ করে দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন করতে হবে। অফিস ও বাসায় গমনাগমনে সর্বক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরকারি বিধি বিধান মেনে চলতে হবে। আবশ্যকীয় ছাড়া বাইরে চলাফেরা বন্ধ রাখতে হবে। সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালনকল্পে সকলকে টিকা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হলো।	**বাস্তবায়নে: সকল কারখানা/প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং প্রধান কার্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান**
০৫	কারখানা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে তথা সংস্থাধীন কারখানা/প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এটি বর্তমান সরকারের একটি অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্ম-প্রক্রিয়া। কিন্তু কারখানাসমূহ কর্তৃক প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ প্রায়ই অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। এতদবিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের NIS ফোকাল পয়েন্ট কর্তৃক কারখানা/প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্টদের সাথে অন লাইনে ফিডব্যাক সভা করে প্রতিটি কার্যসূচকের উপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া কর্ম পরিকল্পনায় কোন সূচক কারখানা/প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য না হলে তার যৌক্তিকতা তুলে ধরে ৩১-১২-২০২০ তারিখের মধ্যে অবহিত করার নির্দেশনাও দেয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টগণের বিষয়টি সম্পর্কে ধারণার অস্বচ্ছতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই সংশ্লিষ্টগণকে NIS বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ের NIS ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট/মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট NIS কর্মকর্তার মাধ্যমে সংস্থাধীন চলমান কারখানা/প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে অঞ্চলভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। এ পর্যায়ে চেয়ারম্যান মহোদয় পেশাজীবিদের পাশাপাশি এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে শুদ্ধাচার চর্চায় উদ্বুদ্ধকারী প্রতিষ্ঠান থেকে অতিথি বক্তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।	**বাস্তবায়নে:** **১। নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ বিভাগ, বিসিআইসি** **২। সংস্থাধীন কারখানা প্রধান** **৩। প্রধান কার্যালয়ের নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্ট।**

চলমান পাতা-৩

সিদ্ধান্ত: সংস্থার পরবর্তী শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণে পেশাজীবিদের পাশাপাশি ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে শুদ্ধাচার চর্চায় উদ্বুদ্ধকারী প্রতিষ্ঠান থেকে অতিথি বক্তা আমন্ত্রণ জানানো হবে। এছাড়া সংস্থাধীন চলমান কারখানার ফোকাল পয়েন্ট, বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট এবং প্রয়োজনে NIS কমিটির সদস্যবৃন্দসহ নিম্নোক্ত ভ্যেনু অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

অঞ্চল ভিত্তিক কারখানা/প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণ ভ্যেনু	অংশ গ্রহণকারী
ঢাকা অঞ্চল		
জেএফসিএল, এএফসিএল, টিআইসিআই, বিআইএসএফ	বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়	সংশ্লিষ্ট কারখানা/প্রতিষ্ঠানের NIS ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট।
চট্রগ্রাম অঞ্চল		
কেপিএম, টিএসপি, ডিএপিএফসিএল, সিইউএফএল, ইউজিএফএফ	টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ	সংশ্লিষ্ট কারখানা/প্রতিষ্ঠানের NIS ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট।
সিলেট অঞ্চল		
এসএফসিএল, সিসিসিএল	এসএফসিএল	সংশ্লিষ্ট কারখানা/প্রতিষ্ঠানের NIS ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট।

০৬	শুদ্ধাচার পুরস্কার মূল্যায়ন কমিটি পুর্নগঠণ:	শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-২০১৭ এর আওতায় সংস্থা এবং সংস্থাধীন কারখানা/প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য মনোনয়নের উদ্দেশ্যে দপ্তরাদেশ সূত্র নং ৩৬.০১.০০০০.১১৬.০৬.১৬৬.১৮.১৪২ তারিখ ১৯-০৮-২০১৮ এর মাধ্যমে ০৩ টি কমিটি গঠন করা হয়। সভায় উপস্থাপন করা হয় যে, উল্লিখিত কমিটি-১ এর মূল্যায়ন পরিধি পর্যবেক্ষণে সংস্থাধীন কারখানা প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প প্রধানদের গ্রুপে মাত্র ১৬ জন (বর্তমানে চলমান কারখানা/প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প)। অপরদিকে প্রধান কার্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানগনসহ গ্রেড-২ হতে গ্রেড-১০ পর্যন্ত কর্মকর্তার গ্রুপে বর্তমানে কর্মকর্তার সংখ্যা ২৪২ জন। উভয় গ্রুপের সংখ্যার এই তারতম্য দূরীকরণকল্পে প্রধান কার্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানগণকে [সমপদ মর্যাদা এবং একই মূল্যায়নকারী (নিয়ন্ত্রণকারী পরিচালক) বিবেচনায়] কারখানা প্রধানদের গ্রুপে মূল্যায়ন করা হলে এই গ্রুপে কর্মকর্তার সংখ্যা হবে ৪৮ জন। এতে উভয় গ্রুপে সংখ্যার তারতম্য কমে আসবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: **সিদ্ধান্ত:** শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৭ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ থাকায় দপ্তরাদেশ নং ৩৬.০১.০০০০.১১৬.০৬.১৬৬.১৮.১৪২ তারিখ ১৯-০৮-২০১৮ এর মাধ্যমে গঠিত কমিটির কার্যপরিধি অনুসরণে বর্তমান পদ্ধতি বহাল রাখা হলো।	**বাস্তবায়নে :** মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্ট।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৪/৩/২০২১

(মোঃ এহছানে এলাহী)
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)